মেয়ে দেখা

পূজোয় যত ছোকরা ছেলে, মেয়ে দেখতে ব্যস্ত-
এইটে হলো তাদের সবার উপনিষদ আস্ত!!

পাড়ার দাদা বিশু, তেনার জ্ঞানের সীমা নেই-
তত্ত্বকথা বলেন রোজই ক্লাবের সামনেই।
বাণী প্রচার করতে গেলে 'কথামৃত' চাই,
লেখার সে দায় আমার ঘাড়ে পড়লো এসে তাই।
শুনতে হলে তুলসী তলে প্রদীপ জ্বালো ভাই -
মনের যত কল্জাগুলো আলগা হওয়া চাই!

প্রথম কথা, বুঝতে হবে বুকের পাটা কত,
সেইটে বুঝে এগোবে ঠিক এগোনো যায় যত।
পারলে লাটাই রেখে যেও শক্ত কারোর হাতে-
সময় মত মাঞ্জা টেনে ধরতে পারে যাতে।
মেয়ের হাসির অর্থ যে কি সেটাই বোঝা ভার-
বিশু ছাড়া এ জগতে কেউ বোঝেনি আর।
কত শত বছর শুধু তর্ক করা সার-
'মোনালিসার বাঁকা হাসি - মর্ম কি যে তার'!!
বিশুর মতে মেয়ের হাসি মোটেও হাসি নয়-
মুচকি হাসির অন্তরালেও অনেক কিছু হয়!
মোদ্যা কথা এই হল যে, যদিও বা সে হাসে
'কদাচ না গলিয়া যেও পরম উচ্ছ্বাসে'।
'ঘাড় টানলে মাথা আসে', এটাও রেখো মনে,
নজর রেখো মেয়ের মায়ে, কিংবা ভাইএ-বোনে।
বাবা দাদার থেকে কিছু দূরে থাকাই শ্রেয়;
পোষা যদি কুকুর থাকে কোরো না তা হেয়।
গান গাওয়া বা কাব্য করা - চলবে না আর আজ,
কলুর বলদ হয়ে শুধু করতে হবে কাজ।
লম্বা লাইন ভেঙ্গে আগে আনতে হবে রোল-
যতই বা থাক ভীড়ের ঠেলা, লোকের ডামাডোল।
সার্ভে মতে লজ্জা এখন নারীর ভূষণ নয়,
এখন নাকি শরম শুধু পুরুষদেরই শয়।
শোনা গেছে মেয়েরা নাকি সেই রকমই চায়-
বিশুর কথায়, 'ক্যাবলা ছেলেই স্মার্ট মেয়ে পায়'।

সবার শেষে রাখবে মনে, কঠিন বড় পথ,
অনেক জ্ঞানী, অনেক গুণী হয়েছে বিপথ,
বাদশা-উজীর অনেক গেছে শ্রান্ত হয়ে ফিরে,
হতাশ কত মানুষ দেখ নদীর তীরে তীরে-
তবুও আশা ছেড়ো না ভাই, চেষ্টা করে যাও,
সহস্র বার হেরেও বিশু চেষ্টা করে তাও!!

সুদীপ্ত দাস